রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ১০, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৪.০৫১.০২৯.০০.০৬২.২০১২-১২৫—গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/১৫ ফাল্গুন ১৪২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' অনুমোদিত হয়েছে।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭

১. ভিশন: বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

২. মিশন: জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

৩. মূল্যবোধ:

ক. বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারণ;

খ. জাতীয় সংস্কৃতির লালন ও সংরক্ষণ;

গ. সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ;

ঘ. লিঙ্গভেদে সকল মানুষের সমতাবিধান;

ঙ. অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ এবং নেতৃত্বের বিকাশসাধন;

চ. আত্মবিকাশ ও দেশোন্নয়নে গভীর নিষ্ঠা;

ছ. ন্যায় ও সততার প্রতি অঙ্গীকারবোধ, সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাব;

জ. মানবাধিকার ও মানবিক বিষয়াবলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

মূল্য : টাকা ২০.০০

৪. উদ্দেশ্য:

ক. যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;

খ. যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;

গ. যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;

ঘ. যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

ঙ. যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;

চ. যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ উৎসাহিত করা;

ছ. ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;

জ. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;

ঝ. পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা;

ঞ. সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোন প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;

ট. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;

ঠ. জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;

ড. যুবদের মধ্যে উদার , অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা।

৫. ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক যুব বলে গণ্য হবে।

৬. নিম্নোক্ত শ্রেণির যুবদের কল্যাণে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

১. বেকার যুব

২. যুবনারী

৩. যুব উদ্যোক্তা

৪. অভিবাসী যুব

৫. গ্রামীণ যুব

৬. শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া যুব

৭. নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত যুব

৮. অদক্ষ যুব

৯. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুব

১০. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব

১১. অসুস্থ জীবনে আসক্ত যুব

১২. গৃহহীন ও বস্তিবাসী যুব

১৩. হিজড়া যুব

১৪. দুর্যোগ অথবা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যুব

১৫. মানবপাচার ও নির্যাতনের শিকার যুব

১৬. সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত যুব

৭. যুব উন্নয়নে অগ্রাধিকারসমূহ

ক্ষমতায়ন	• শিক্ষা
	• প্রশিক্ষণ
	• কর্মসংস্থান ও স্ব-উদ্যোগ
	• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন
স্বাস্থ্য ও বিনোদন	• স্বাস্থ্যসেবা
	• ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও চিত্তবিনোদন
সুশাসন	• সুশাসন
	• নাগরিকদের অংশগ্রহণ
	• সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
	• সামাজিক নিরাপত্তা
টেকসই উন্নয়ন	• টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
	• পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা ও সচেতনতা
	• পরিবেশবান্ধব কৃষি ও শিল্পায়ন
	• নিরাপদ খাদ্য ও পণ্য বিপণন
সুষম উন্নয়ন	• বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্যে চিহ্নিত যুবদের উন্নয়ন
সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ	• সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরোধ
	• মাদকাসক্তি রোধ ও নিরাময়
	• পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ
	• দেশপ্রেম ও নৈতিকতা
	• সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাব
	• আন্তর্জাতিক মানবিক বিষয়াবলি সম্পর্কে সচেতনতা
	• যুবসংগঠন ও যুবকর্ম

বিশ্বায়ন	• যুব বিনিময় • বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে সংযুক্তি • যুববিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান ও প্রচারণা
জরিপ ও গবেষণা	• যুবশুমারি • যুবচাহিদা নিরূপণ • যুববিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা • যুব আর্কাইভ

৮. **ক্ষমতায়ন**

৮.১ **শিক্ষা**

৮.১.১ দক্ষতা ও উন্নত মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত করা।

৮.১.২ বৈষয়িক অর্জনের পাশাপাশি মানবিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের প্রতি যুবদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয় ও কার্যক্রম শিক্ষার সর্বস্তরে পাঠক্রমভুক্ত করা।

৮.১.৩ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।

৮.১.৪ শিক্ষার্থীর প্রতিভা ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

৮.১.৫ যুবদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও হৃষ্টতা নিশ্চিত করার জন্যে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিল্পকলা, সঙ্গীত ও ক্রীড়াকে আবশ্যকীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.১.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আবশ্যকীয় পাঠক্রমভুক্ত করা।

৮.১.৭ মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা।

৮.১.৮ বাণিজ্যিক কোচিং রোধকল্পে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পাঠ আদায় এবং শ্রেণি অনুশীলন ব্যবস্থা অধিক জোরদার ও মনিটরিং করা।

৮.১.৯ শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষাসহ একাধিক ভাষায় পারদর্শী করে তোলা।

৮.১.১০ একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে তরুণ ও যুবদের বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

৮.১.১১ বিতর্কসহ বিভিন্ন পাঠক্রমবহির্ভূত কার্যক্রম আবশ্যকীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.১.১২ যুবদের নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

৮.১.১৩ নারী ও অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অনুজের প্রতি স্নেহশীল এবং শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সংবেদনশীল মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ নিশ্চিত করার জন্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

৮.১.১৪ লাইফ স্কিলস তথা জীবনদক্ষতা পাঠক্রমভুক্ত করা।

৮.১.১৫ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।

৮.১.১৬ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা এবং দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে সহায়তা করা।

৮.১.১৭ সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, অভাবগ্রস্ত ও অন্যান্য প্রতিকূলতার শিকার যুবদের জন্যে বিশেষ সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.১.১৮ স্বল্পশিক্ষিত কর্মজীবী যুবদের জন্যে বিশেষায়িত ও কারিগরি শিক্ষা চালু করা।

৮.১.১৯ সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত আয়তনের খেলার মাঠ, মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার নিশ্চিত করা।

৮.১.২০ সারা দেশে এবং সকল পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অর্জনে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৮.১.২১ প্রতিবন্ধীবান্ধব ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

৮.১.২২ জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

৮.১.২৩ অনলাইন শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।

৮.১.২৪ যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.১.২৫ অ্যাটাচমেন্ট (সংযুক্তি) প্রবর্তন করা:

দেশ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে শিক্ষার তৃতীয় স্তর পর্যন্ত যে কোন এক বা একাধিক পর্যায়ে সকল যুব নারী-পুরুষের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী কোনো জনকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান বা কাজে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিয়োজিত থাকার বিষয়টি পাঠক্রমভুক্ত করা।

৮.২ **প্রশিক্ষণ**

৮.২.১ প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শুদ্ধাচার, মানবিক মূল্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টিমূলক বিষয় ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.২.২ কর্মসংস্থানবান্ধব ও দক্ষতাসৃজনমূলক ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২.৩ প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে জীবনদক্ষতামূলক বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

৮.২.৪ ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শ্রেণিসমূহের যুবদের কর্ম ও আত্মকর্মবান্ধব প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা।

৮.২.৫ প্রশিক্ষণ ও কর্মজগতে দক্ষ কর্মীর চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২.৬ আধুনিক ও মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করা।

৮.২.৭ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২.৮ গ্রামীণ যুবদের কর্মবাজারবান্ধব প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.২.৯ প্রাথমিক চিকিৎসা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যুবদের প্রশিক্ষিত করে তোলা।

৮.২.১০ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

৮.২.১১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুববান্ধব প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

৮.২.১২ জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

৮.৩ কর্মসংস্থান ও স্ব-উদ্যোগ

৮.৩.১ যুব কর্মসংস্থানের জন্যে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা।

৮.৩.২ ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিতদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্যে নিয়োগকারীদের সাথে সংযোগ (linkage) স্থাপন করা।

৮.৩.৩ প্রশিক্ষিতদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ (apprentice) হিসেবে নিযুক্ত রেখে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া।

৮.৩.৪ যুবদের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও সম্মানজনক পরিবেশ, ন্যায্য মজুরি/ বেতন সংবলিত শোভন এবং নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৮.৩.৫ কর্মসংস্থান এবং উদ্যোগ বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বিবেচনায় কোনোরূপ বৈষম্য না করা।

৮.৩.৬ উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবদের উদ্যোগ (entrepreneurship) বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.৩.৭ অবৈধ পথে বিদেশ গমনের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা এবং তা থেকে যুবদের নিবৃত্ত করা।

৮.৩.৮ মানবপাচারের করুণ পরিণতি সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা এবং তা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৩.৯ বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

৮.৩.১০ কর্মসংস্থানের জন্যে বিদেশ গমনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের জন্যে প্রযোজ্য আচার-আচরণ এবং সে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে যুবদের ধারণা প্রদান করা।

৮.৩.১১ যুব উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ও সমবায় ঋণ প্রদান করা।

৮.৩.১২ যুব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৩.১৩ সব যুব নারী ও পুরুষকে ব্যাংকিং এবং বীমার আওতাভুক্ত করা।

৮.৩.১৪ যুব উদ্যোক্তাদের বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করার জন্যে বিজনেস ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৩.১৫ যুব উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশে বিদেশে প্রদর্শন ও বিপণনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৩.১৬ স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করার প্রতি যুবদেরকে উৎসাহিত করা।

৮.৩.১৭ যুব উদ্যোক্তাদের জন্যে ওয়ানস্টপ/ওয়ানপয়েন্ট সার্ভিস চালু করা।

৮.৩.১৮ ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যেসব যুব নারী-পুরুষের অগ্রাধিকার প্রাপ্য, তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা নিশ্চিত করা।

৮.৩.১৯ যুবদের উদ্যম ও কর্মকুশলতার সাহায্যে তাদের গ্রামীণ অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং গ্রামের খাস কৃষিজমি, পুকুর, জলমহাল ইত্যাদি যুবদের নিকট ইজারা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৮.৩.২০ সবার জন্যে বিশেষ করে যুবনারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

৮.৩.২১ যুব নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সরকার কর্তৃক প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৩.২২ সমুদ্রসম্পদ ভিত্তিক অর্থনীতির (Blue Economy) সঙ্গে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

৮.৩.২৩ সুস্থ কর্মপরিবেশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে পর্যাপ্ত শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র (Child Care Centre) প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

৮.৪.১ যুবদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় ও কর্মসংস্থানে উৎসাহী করে তোলার জন্য দেশের সর্বস্তরের যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বিস্তৃত করা।

৮.৪.২ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা।

৮.৪.৩ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা।

৮.৪.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন সম্পর্কে যুবদের অবহিত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অপরাধ বিষয়ে যুবদের সচেতন করা।

৮.৪.৫ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কর্মোদ্যোগকে (start-up) স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

৮.৪.৬ স্থানীয় পর্যায়ে Youth Digital Resource Development Centre প্রতিষ্ঠা করা।

৯. স্বাস্থ্য ও বিনোদন

৯.১ স্বাস্থ্যসেবা

৯.১.১ যুবদের জন্যে সরকারি খাতে সুলভ ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

৯.১.২ অনগ্রসর ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

৯.১.৩ দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও নির্যাতনের শিকার যুবদের স্থায়ী পুনর্বাসন এবং পরিপূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৯.১.৪ মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে যুবদের সচেতন করে তোলা।

৯.১.৫ যুবদের হতাশা, বিষণ্নতা ও অন্যান্য মানসিক/মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনের জন্যে চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং সেবা বিস্তৃত করা।

৯.১.৬ ঝুঁকিপূর্ণ ও যুব বয়সসীমার অন্তর্গত প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৯.১.৭ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও ফাস্ট/জাঙ্ক (junk) ফুডের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাচরণে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

৯.১.৮ এইচআইভি/এইডসসহ সকল যৌনবাহিত ও অন্যান্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগ-এর প্রতিরোধ সম্পর্কে যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

৯.১.৯ প্রজননস্বাস্থ্য ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার এবং যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৯.২ ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বিনোদন

৯.২.১ যুবদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্যে ক্রীড়াকে মূল শিক্ষাক্রমের একটা নিয়মিত অংশ হিসেবে প্রবর্তন করা।

৯.২.২ উন্নয়ন এবং সামাজিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্প্রীতির সহায়ক হিসেবে ক্রীড়ার গুরুত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯.২.৩ ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণের উন্নতির লক্ষ্যে ক্রীড়ার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও কোচিং সুবিধা বাড়ানো।

৯.২.৪ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষক/শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগ করা।

৯.২.৫ ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৯.২.৬ যুব ক্রীড়াপ্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং দেশে বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯.২.৭ ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমভাবে নারী-পুরুষকে গুরুত্ব দেওয়া।

৯.২.৮ হিজড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে ক্রীড়ার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

৯.২.৯ গ্রামীণ খেলাধুলার প্রসার ঘটানো এবং এর ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ যুবদের নিয়োজিত করা।

৯.২.১০ ক্রীড়াক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্যে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা।

৯.২.১১ ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মতো আর্থ-সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করা।

৯.২.১২ শহর-গ্রাম নির্বিশেষে যুবদের জন্যে অবসর (leisure) যাপন ও বিনোদন উপভোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৯.২.১৩ যুবদের চিত্তবিনোদন ও মানসিক বিকাশ সাধনের জন্যে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো।

৯.২.১৪ সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা।

৯.২.১৫ যুব সাংস্কৃতিক সংগঠন ও যুব সংস্কৃতিকর্মীকে প্রণোদনা প্রদান করা।

৯.২.১৬ পেশা হিসেবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করা।

১০. সুশাসন

১০.১ সুশাসন

১০.১.১ জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ যুব হওয়ায় সুশাসন বিষয়ে তাদের ভাবনা ও মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তা মূল্যায়ন করা।

১০.১.২ ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সূতিকাগার হিসেবে যুবসমাজের মধ্যে জবাবদিহিমূলক নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক চর্চা উৎসাহিত করা।

১০.১.৩ যুবদের সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলিকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা।

১০.১.৪ জাতীয় জীবনের যে কোনো প্রয়োজনে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে যুবদেরকে ত্যাগের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করা।

১০.১.৫ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১০.১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা।

১০.১.৭ তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে যুবদের অবহিত করা।

১০.২ **নাগরিক অংশগ্রহণ**

১০.২.১ প্রত্যেক যুব পুরুষ ও নারী যে কমিউনিটির বাসিন্দা, তার রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা।

১০.২.২ জাতীয় পর্যায়ে গুরুদায়িত্ব পালন করার প্রাথমিক সোপান হিসেবে নাগরিক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।

১০.২.৩ যুবদের নাগরিক অংশগ্রহণকে সমাজে পারস্পরিক আস্থা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করার কাজে ব্যবহার করা।

১০.২.৪ ভোটার হওয়া ও ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে যুবদের সচেতন করে তোলা।

১০.২.৫ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সুশীল সমাজের সাথে যুবদের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা।

১০.২.৬ নাগরিক অংশগ্রহণ যুবদের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, দলগত চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে বিধায় এরূপ অংশগ্রহণে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১০.২.৭ কমিউনিটি সেবাকার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।

১০.৩ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

১০.৩.১ ভার্চুয়াল মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে যুবদের গঠনমূলক সামাজিক অংশগ্রহণ বা সংযুক্তিকে সহজসাধ্য করা।

১০.৩.২ ভিজিয়্যুাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে যুবদের জন্যে অনুপ্রেরণাদায়ক ও গঠনমূলক কনটেন্ট তৈরি এবং উপস্থাপন করা।

১০.৩.৩ স্বাধীন চিন্তা ও মতকে আশ্রয় করে সামাজিক অংশগ্রহণ সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সমাজে গণতান্ত্রিক ও পরমতসহিষ্ণু বাতাবরণ জোরদার করা।

১০.৩.৪ মিডিয়া ও ইন্টারনেটে যুবদের চিন্তা-চেতনা, জাতীয় বিষয়ে মতামত, তাদের কর্ম, অভিজ্ঞতা ও সাফল্য তুলে ধরতে যুবদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং সেরূপ প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০.৩.৫ সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল-কুফল ও অ্যাডিকটিভ ইফেক্ট সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা।

১০.৪ সামাজিক নিরাপত্তা

১০.৪.১ শহর ও গ্রামের যুবদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ব্যবধান নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০.৪.২ যুবদের সকল প্রকার সামাজিক ব্যাধি (যেমন, মাদকাসক্তি, মানবপাচার, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদি) থেকে নিরাপদ ও বিরত রাখা।

১০.৪.৩ অনগ্রসর ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা।

১০.৪.৪ গৃহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল বা অন্য যে কোনো পরিবেশে লিঙ্গভেদে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ করতে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১০.৪.৫ সমাজের সর্বত্র যুবনারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০.৪.৬ সব ধরনের গণপরিবহনে যুবনারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

১০.৪.৭ শিশু ও প্রবীণদের জন্যে নিঃশঙ্ক ও আস্থাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে যুবদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদেরকে দায়িত্বশীল করে তোলা।

১০.৪.৮ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল কর্তৃক হীন স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা জবরদস্তি, হিংস্রতা, প্রতারণা বা অন্য কোনো অমানবিক আচরণ থেকে যুবদের নিরাপত্তা বিধান করা।

১০.৫ মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসার

১০.৫.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য মানবাধিকার সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা।

১০.৫.২ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের বিষয়ে যুবদের সচেতন করে তোলা।

১০.৫.৩ সমাজের যে কোনো স্তরে বা যে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যুবদের সংবেদনশীলতা বাড়ানো ও সোচ্চার ভূমিকা পালনে তাদের উৎসাহিত করা।

১০.৫.৪ মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারের সাথে সাথে জাতীয় নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যুবদের দায়িত্বশীল করে তোলা।

১১. টেকসই উন্নয়ন

১১.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

১১.১.১ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনে পালনীয় ভূমিকা সম্পর্কে যুবসমাজকে সচেতন করা।

১১.১.২ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' অর্জনে যুবদের সম্পৃক্তকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১.১.৩ যুবদের জীবনের মানোন্নয়নকে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬—২০৩০)' বাস্তবায়নের আবশ্যকীয় অঙ্গ (essential component) হিসেবে বিবেচনা করা।

১১.২ পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা ও সচেতনতা

১১.২.১ যুবদেরকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু-কিশোর থাকা অবস্থায় তাদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করা এবং এতদ্বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

১১.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণমূলক স্বেচ্ছাশ্রমে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১১.২.৩ যুবদের মধ্যে পরিবেশবাদী সংগঠন তথা Youth Watchdog on Environment প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১১.২.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও প্রকোপ সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তা মোকাবিলায় যথাযথ প্রশমন (Mitigation) ও অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

১১.২.৫ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় যুবনারী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অন্যান্য অনগ্রসর যুবদের বিবেচনায় রেখে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১১.৩ পরিবেশবান্ধব কৃষি ও শিল্পায়ন

১১.৩.১ কৃষির উন্নতির জন্যে যুবদের আত্মনিয়োগে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা ও প্রণোদনা দেওয়া।

১১.৩.২ কৃষিশিক্ষা বিষয়ক বিনিয়োগ ও গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১১.৩.৩ দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ভাবনী ব্যবহারের প্রতি যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১১.৩.৪ খনিজ সম্পদ ও অন্য সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ও সাশ্রয়ী ব্যবহারে সমাজকে সচেতন করে তোলার কাজে যুবদের নিয়োজিত করা।

১১.৩.৫ পরিবেশবান্ধব জীবনপ্রণালী সম্পর্কে যুবদের অবহিত করা এবং এতদ্বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার কাজে যুবদের নিয়োজিত ও উৎসাহিত করা।

১১.৩.৬ নদী-খাল-খেলার মাঠ দখল বা ভরাটপূর্বক অথবা অন্য কোনো উপায়ে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কোনোরূপ শিল্প বা কলকারখানা স্থাপন রোধকল্পে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবসমাজকে নিয়োজিত করা।

১১.৩.৭ Green Technology ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

১১.৩.৮ Green Technology-ভিত্তিক জ্বালানি ও শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে যুবদেরকে প্রণোদনাসহ উদ্বুদ্ধ করা।

১১.৪ নিরাপদ খাদ্য ও পণ্য বিপণন

১১.৪.১ উৎপাদনস্থল থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় পরিবেশ ও জীবন-ক্ষতিকারক উপাদান থেকে খাদ্য ও পণ্যের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার কাজে যুবদের সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করা।

১১.৪.২ নিরাপদ পণ্য বিপণনে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহ ও প্রণোদনা দান করা।

১২. সুষম উন্নয়ন

১২.১ বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য চিহ্নিত যুবদের উন্নয়ন

১২.১.১ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল যুবকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে সুষম সুযোগ প্রদান করা।

১২.১.২ সুষ্ঠু সম্পদ বণ্টন ও বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে অনগ্রসর ও প্রতিবন্ধকতার শিকার যুবদের আত্মোন্নয়নের পথ সুগম করা।

১২.১.৩ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ প্রদান করা।

১৩. সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ

১৩.১ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরোধ

১৩.১.১ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণে যুবদের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা।

১৩.১.২ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার কাজে যুবদের সাহস, উদ্যম ও সহজাত সততাবোধকে কাজে লাগানো।

১৩.১.৩ পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আর্থিক অসততা বর্জন করে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

১৩.১.৪ দুর্নীতি নামক দুষ্টচক্র থেকে যুবসমাজকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে যুবদের এমন কোনো কাজে উৎসাহিত না করা যা তাদেরকে কোনো অবৈধ বৈষয়িক প্রাপ্তি বা আয়ের দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে।

১৩.১.৫ রাষ্ট্রের সর্বত্র এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে যুবরা সন্ত্রাস ও দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে শেখে।

১৩.১.৬ সমাজে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবদের নিয়োজিত করা।

১৩.১.৭ সমাজে এরূপ পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা যাতে যুবরা অনুপার্জিত আয়ের প্রতি আগ্রহ পোষণ না করে।

১৩.১.৮ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরোধকল্পে Whistle-blower হিসেবে ভূমিকা পালনে যুবদের উৎসাহিত করা।

১৩.২ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাব

১৩.২.১ ধর্মীয় বিশ্বাস যার যার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের—এরূপ বিশ্বাস যুবদের মধ্যে প্রবিষ্ট করা।

১৩.২.২ জাতীয় প্রচার ও সম্প্রচার মাধ্যমে যুবদের অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ধর্ম, মত ও বিশ্বাসের বস্তুনিষ্ঠ ও সাবলীল প্রচার এবং মতবিনিময় নিশ্চিত করা।

১৩.২.৩ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়ীকরণে আন্তঃসম্প্রদায় মিথস্ক্রিয়ায় যুবদের উৎসাহিত করা।

১৩.২.৪ অন্যের বিশ্বাস, পথ ও মতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করতে যুবদের শিক্ষা দেওয়া।

১৩.২.৫ উগ্র ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কুফল সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা এবং উগ্রবাদী যে কোনো ধরনের আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে সকল যুব ও যুবনারীকে বিরত রাখা।

১৩.২.৬ সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হয়ে যুবদের বেড়ে ওঠার অনুকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১৩.২.৭ যুবদের এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করা যে, তাদের প্রত্যেকের জীবনই অমূল্য, এবং আপন সত্তা ও অপরাপর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ন্যায়-অন্যায় বোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল তার অমূল্য জীবনকে সার্থক করে তোলা সম্ভব।

১৩.৩ মাদকাসক্তি রোধ ও নিরাময়

১৩.৩.১ যুবদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ কঠোরভাবে রোধ করা।

১৩.৩.২ মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কাউন্সেলিং ও সার্বিক চিকিৎসাসুবিধা দেশব্যাপী বিস্তৃত করা এবং নিরাময়-পরবর্তী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১৩.৩.৩ মাদকসেবন ও মাদকপাচার/ব্যবসাবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুবদের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১৩.৩.৪ ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

১৩.৩.৫ Peer Education এর মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদকসেবন, মাদকব্যবসা ও ধূমপানমুক্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩.৪ পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ

১৩.৪.১ দেশের ঐতিহ্যগত পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের লালন ও পোষণে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.৪.২ অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে নিজস্ব পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন না হওয়ার প্রতি যুবদের সচেতন করা।

১৩.৪.৩ অভিবাসী যুবদের মধ্যে দেশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চর্চাকে উৎসাহিত করা।

১৩.৫ দেশপ্রেম ও নৈতিকতা

১৩.৫.১ জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস যুবপ্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা।

১৩.৫.২ দেশের সংবিধান, আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, নাগরিকদায়িত্ব পালন এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণে যুবদের সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলা।

১৩.৫.৩ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতাকে সর্বোপরি স্থান দিতে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.৫.৪ জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা বৈষয়িক মানদণ্ডে বিচার না করে নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে পরিমাপ করার প্রতি যুবদের অনুপ্রাণিত করা।

১৩.৬ আন্তর্জাতিক মানবিক বিষয়াবলি সম্পর্কে সচেতনতা

১৩.৬.১ আন্তর্জাতিক মানবিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত আইন (International Humanitarian Law) সম্পর্কে যুবদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৩.৬.২ গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মত আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ে যুবদের সচেতনতা বাড়ানো এবং এসব অপরাধবিরোধী মনোভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করা।

১৩.৬.৩ পারমাণবিক অস্ত্রসহ ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র (Weapons of Mass Destruction) এবং বিশ্বজনীন ও সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করে তোলা।

১৩.৭ যুবসংগঠন ও যুবকর্ম

১৩.৭.১ যুবসংগঠনকে যুবদের ক্ষমতায়নের অন্যতম সোপান হিসেবে বিবেচনা করা।

১৩.৭.২ যুবদের কর্মোদ্যম ও পরোপকারী মনকে গঠনমূলকভাবে চালিত করার জন্যে তাদেরকে যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া।

১৩.৭.৩ যুবকর্মকে একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দান করা এবং যুবকর্ম বিষয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট ও গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা।

১৩.৭.৪ যুবদেরকে স্বেচ্ছাসেবায় উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.৭.৫ যুবকর্ম সম্পাদনে যুব/যুবসংগঠনকে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১৩.৭.৬ সরকারি-বেসরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে যুবকর্মের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা।

১৪. বিশ্বায়ন

১৪.১ যুব বিনিময়

১৪.১.১ বিভিন্ন দেশের সাথে যুব বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১৪.১.২ যুব বিনিময় কর্মসূচির জন্যে বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাকে প্রণোদনা দেওয়া।

১৪.১.৩ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অন্যান্য দেশের যুবদের কাছে উপস্থাপন করা এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে যুব বিনিময় কর্মসূচি পরিচালিত করা।

১৪.২ বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে সংযুক্তি

১৪.২.১ আন্তঃদেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে যুবদের মধ্যে বৈশ্বিক চেতনা সৃষ্টি করা।

১৪.২.২ বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/যুবদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী যুবদের সংযুক্তির মাধ্যমে এদেশের যুবদের অন্য দেশে স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সৌহার্দ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে তাদের সম্পৃক্ত করা।

১৪.৩ তথ্য ও প্রচারণা

১৪.৩.১ বিভিন্ন দেশের যুবদের মধ্যে মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

১৪.৩.২ মিডিয়া এবং ইন্টারনেটে যুবদের চিন্তা-চেতনা এবং কর্ম ও অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরতে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া।

১৫. জরিপ ও গবেষণা

১৫.১ যুবশুমারি

১৫.১.১ বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে যুবদের আর্থসামাজিক অবস্থাসহ তাদের সার্বিক অবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়ার জন্যে যুবশুমারি সম্পন্ন করা।

১৫.১.২ যুববয়সকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার ভিত্তিতে যুবশুমারি পরিচালনা করা।

১৫.২ যুবচাহিদা নিরূপণ

১৫.২.১ যুব উন্নয়ন সূচক প্রণয়ন করা।

১৫.২.২ যুবশুমারির ভিত্তিতে প্রকৃত চাহিদা এবং যুব উন্নয়ন সূচকের আলোকে যুবদের জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা।

১৫.৩ যুববিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা

১৫.৩.১ যুব সম্পর্কিত প্রকাশনা ও গবেষণায় সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১৫.৩.২ সময় সময় যুববিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

১৫.৩.৩ গবেষণাকর্মে আগ্রহী যুবদের সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।

১৫.৪ যুব আর্কাইভ

১৫.৪.১ ডিজিটাল সুবিধাসংবলিত একটি যুব আর্কাইভ স্থাপন করা।

১৬. কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

১৬.১ জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

১৬.২ জাতীয় যুবনীতি ও যুব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করার মূল দায়িত্বে থাকবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে যুবনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে। এর সদস্য থাকবেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং যুব প্রতিনিধিবৃন্দ। স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সভায় মিলিত হবে।

১৬.৩ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

১৬.৪ ফোকাল পয়েন্ট

ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নিয়োজিত যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদা-সম্পন্ন কর্মকর্তা মনোনীত হবেন। জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা নীতির আলোকে কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যুবনীতির আলোকে যুব কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং-এর উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাসিক সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফোকাল পয়েন্ট করণীয় বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৭ জাতীয় যুবনীতি পর্যালোচনা

১৭.১ জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ প্রতি পাঁচ বছরে পর্যালোচনা করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ আলী রেজা
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd